১৪

দৈনিক জনকণ্ঠ
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 NOV. 1996
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে কি ঘটছে?

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের বেহাল অবস্থায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তৃতীয় ঢাকা বই মেলার প্রস্তুতি পর্ব। উর্ধতন এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে খামখেয়ালী, অযোগ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনেছেন কেন্দ্রের বেশ কিছু কর্মকর্তা। শনিবার কেন্দ্রের প্রকাশনা কর্মকর্তা, ফিলিপসসহ বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখক মঞ্জু সরকারকে বিধিবহির্ভূতভাবে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাতে সেখানে উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে রবিবার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিবের কাছে সময় চাওয়া হয়েছে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে জানানোর জন্য।

বিক্ষুব্ধ কয়েকজন কর্মকর্তা বলেছেন, কেন্দ্রের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা লেখালেখির জগতের সাথে সম্পর্কিত না হওয়াতে শুরু থেকেই কেন্দ্রের কাজকর্ম নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। বিএনপি আমলের শেষ দিকে তাকে ওই পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু হাওয়া বদলের সময়ে এ কর্মকর্তা এখন 'মোর ক্যাথলিক দ্যান পোপ'। একুশের পদকের জন্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের পক্ষে এবার হাসান আজিজুল হকের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ নামটি বাতিল করে লেখক-সাহিত্যিক নন এমন একজন চিত্র সাংবাদিকের নাম প্রস্তাব করেছেন। কারণ তাঁর ফটো এলবাম আছে বঙ্গবন্ধুর ওপর। লেখক মঞ্জু সরকারকে তিনি প্রকাশনা কর্মকর্তার পদ থেকে সরিয়ে কেন্দ্র ভবনের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁকে বরখাস্তের আদেশেও ভবন পরিচ্ছন্নতা তদারকি না করা, যথাস্থানে ছবি, কার্ড, বুক কভার ইত্যাদি ডিসপ্লে না করার অভিযোগ করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা বলেছেন, হাতে এক মাস সময়ও নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত বই মেলার স্যুভেনিরের ডিজাইন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। আগের দফা মেলা উদ্বোধন করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এবারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেলা উদ্বোধনের কথা। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এ মেলা জাঁকজমকের সাথে আয়োজনের জন্য যে রকম প্রস্তুতি নেয়া দরকার তার কোন কিছুই এখনও হয়নি।

রবিবার মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিবের কাছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে লেখা চিঠিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে গ্রন্থ কেন্দ্রের প্রশাসনিক অবস্থার ভয়াবহ অবনতি হয়েছে। ২/১ জন উর্ধতন কর্মকর্তার প্রতিহিংসামূলক আচরণ, বহিরাগত লোক দিয়ে কর্মকর্তাদের লাঠিপেটা করার হুমকি, কথায় কথায় বেতন বন্ধ করা, বরখাস্ত করার হুমকি, বোধগম্য কারণ ছাড়াই ডিটেনশনে জেলে পাঠানোর হুমকি ইত্যাদি কারণে কেন্দ্রে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চিঠিতে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য সচিবের কাছে সময় চেয়ে বলা হয়-- প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে, বিশেষত আসন্ন তৃতীয় বই মেলার স্বার্থে এ অবস্থার আশু অবসান অপরিহার্য।